ü`q Rvbvjv

হৃদয় জানালা খুলে দিয়ে নিজের কথা, প্রেমের কথা, বিচ্ছেদের কথা জানাতে পারেন। পারেন চিঠি লিখে মান ভাঙাতে। ক্ষমা চাইতে পারেন, নতুন করে শুরু করতে পারেন...

†`Lv n‡e cwYgv iv‡Z

হাওয়াহীন নগ্ন সময়ে, চিরচেনা কষ্ট কাঁদে ভাঙা ঘরে। মনে হয়, অসম্ভব সম্ভাবনাকে তুমি বলছো, সম্ভব না। হিসেব করে কষ্টের কপালে দেইনি চুম্বন; নীল টিপ, লাল শাড়িকে ভাবিনি অহঙ্কার। তথাপি, ভালোবেসেছি। নিজস্ব স্বকীয়তায় সাজাতে চেয়েছি তোমাকে, পারিনি! তোমার পালকে তুমি ঠিকই উড়ছো তোমার আকাশে! আমি সুদহীন নিবেদনে, প্রতীক্ষিত। কারণ, 'আসল' পাওনারই তো খোঁজ নেই। সেগুলো হয়ে গ্যাছে শঙ্খচিল। শুধু দ্যাখা যায়, শোনা যায়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। আকাশ কি ছোঁয়া যায়? কাগজে বানানো উড়োজাহাজের মতো ল্যান্ডিং বহুমাত্রিক এয়ারপোর্টে! নিয়তির সুখের পরশে হিমেল হাওয়ায় ভাসি, উড়োজাহাজ ছেড়ে। তোমার- আমার জটিল ইকুয়েশনগুলো, শর্তহীন ক্ষমাপ্রার্থী আজ নিয়তির কাছে। ভুলগুলো আর যায় না হলুদ খামে তোমার ঠিকানায়! কেনো বলতে পারো? হৃদয় দুয়ারে চাই ফেনিল প্রশান্তি, এক কোটি রাত একত্রে নক্ষত্র দ্যাখার মতো বিশ্বাস, আর দাবিহীন শ্রেণীহীন আশ্রয়। প্রতিশ্রুতির কালো দেয়ালে কারা যেনো লিখে রাখা তোমার নাম মুছে দিয়ে গ্যাছে। আমি আবার লিখেছি বিশ্বচরাচরের হৃৎ জানলায়। বিজয় কি এভাবে আসে বলো? নৈঃশব্দে প্রহরী ব্যথায় কে লাগায় বলো, মোমের আলতো মলম। দুঃখের ক্ষত কি এত দ্রুত শুকায়! রৌদ্র খরতায় পোড়ে, মায়াবী দুপুর। রাতজাগা অসংখ্য পদ্য আর একাকী স্মৃতি নিয়ে পড়ে থাকা শূন্য মর্গে। হাওয়া ওড়ে, খেলে যায় সে বাতাস, তোমার ওড়নায়, তুমি বোঝ না। জোনাক পোকারা সঙ্গী হয়, তবুও তোমার দ্যাখা নাই। অতঃপর মদির স্লিপিং পিলের রথে নেশাখোর যুবকের মতো একাকী হাতড়ে ফেরে স্মৃতির মায়াজাল! পূজারি কাব্যের প্রতিমার দ্যাখা নাই। কোথাকার কোন পুরানো সুরে, অবিশ্বাসের দীর্ঘশ্বাসে ভেসে আসে, একদা তুমি আমার ছিলে, আজো আছো কি? প্রশ্রয়ের অভিমানী কণ্ঠে ডাকে না কেউ মাঝরাতে। বলে না, কবি, আবার দ্যাখা হবে পূর্ণিমা রাতে, অথবা বন্ধুত্বের অপর নাম, তার প্রতিচ্ছবি নিজের মধ্যে প্রতিস্থাপন করা। এভাবেই অভিমানের সাগরে বাড়ছে ঢেউ। রুদ্রের অবস্থানে, ঠিকানাবিহীন আকাশীর আঁচলে মেঘ বালিকার কষ্টমাখা ভর দুপুরে...। জানি, তুমি মুচকি হাসছো, একটা নাকফুলের অভাবে!

রুদ্র
rudro04@yahoo.com

আমি ভুল করেছি

স্বপ্নটা হারিয়ে গেছে। ছোট্ট শাখা-প্রশাখাগুলোও ভেঙে চুরমার এতদিনে। কি অদ্ভুত ছিলাম আমরা, মানে আমি আর তুমি। সারাক্ষণ একসঙ্গে পাশাপাশি খুব কাছাকাছি নিঃশ্বাস ফেলতাম। দুপুরের রোদে শীতলক্ষ্যার চরে সবুজ আবাদের বুকে হেঁটে ক্লান্ত আমরা গা ভাসাতাম ঐ তটিনীরই জলে। কলাপাতার বেড়া দিয়ে ঘর বাঁধতাম। তুমি চুপটি করে এক কোন বসে আমার অপেক্ষায়, চোখে অভিমানের চিহ্ন এঁকে খেলার ছলে। আমি তোমায় সোহাগ দিয়ে সে অভিমান ম্লান করে হাসি ছড়াতাম তোমার মিষ্টি মুখে। তোমার ছোট্ট আঙুলগুলো খেলা করত আমার মুঠোয়। না, কোনো পাপ গ্রাস করেনি আমাদের। তোমার-আমার মধ্যখানে দেয়াল উঠতে লাগল শাসকদের। এখন চুপি চুপি তোমাকে দেখতে হয়, কথা বলতে হয়। তুমি ভরা জোছনায় দাঁড়িয়ে থাক বাঁশবাগানের আবছা অন্ধকারে আমার প্রতীক্ষায়।

তারপর তুমি এবং তোমার পরিবার শহরমুখী হলে। পড়ে রইলাম একাকী আমি। পড়ে রইল বাল্য স্মৃতিগুলো আমার নিজস্ব পিঞ্জরে। নীরবে দাঁড়িয়ে শুধু তোমার চলে যাওয়া দেখলাম। বুকটা আমার পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়ির মতো স্থানে স্থানে ফাটল ধরল। তোমার প্রতীক্ষায় ভালোবাসাগুলোকে জমা করতে থাকলাম, একদিন তোমাকে দেখাব, জানাব বলে। অনেক দিন পর তুমি এলে। কিন্তু তোমার নীরব চোখে আমার চোখ পড়েনি। তোমার হাতের নরম স্পর্শ আমি পাইনি। তখন জীবন সাজাতে ব্যস্ত তোমার পাশের শহরে আমি। মাঝে অনেকগুলো দিন, মাস, বছর কেটে গেল। তোমায় দেখতে পাইনি। যখন দেখা হলো তোমার সঙ্গে, তখন অনেক কিছু বদলে গেছে। তোমার চোখে আর আমার ছবি নেই। তোমার পাশে অন্যজনের শক্ত অবস্থান। তোমার নরম হাতের ছোট্ট আঙুলগুলো চেপে আছে তারই বাহু। একবারও কি মনে পড়ে না বাল্য প্রেম, কিশোরী বেলার আলো আঁধারের-লুকোচুরি খেলা?

অপরাধ নেই তোমার। সব ভুলই ছিল আমার। কারণ কোনো দিন কোনো ক্ষণে 'ভালোবাসি' উচ্চারণ করিনি যে আমি। কি সুন্দর যুক্তি তোমার কথায়, আজও আমি হার মানারই দলে। আজও আমি হারিয়েই যেতে চাই ঐ অন্ধকার জানালাবদ্ধ ট্রেনের কামরায়, যে চলছে ওপারের ঠিকানায় ঠিকানাহীনদের নিয়ে।

G.M. Jewel
Sanko Singapore (PTE) Ltd.

একাকী আমি

জীবনে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত, অভাব-অভিযোগ ও অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছি। জীবনে বাঁচতে হলে সত্যিকারের বন্ধুত্বের যে কত প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার চলার পথে এমন কোনো আপনজন বা বন্ধুবান্ধব নেই, যিনি আমাকে চলার পথ দেখাবেন বা উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাবেন বা সাহয্য-সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করবেন। হ্যাঁ, একা একা চলতে গিয়ে সত্যিই হাঁপিয়ে উঠেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চলার পথে যদি কোনো বন্ধু বা আপনজনের সামান্যটুকু সাহায্য সহযোগিতা পেতাম!

আমি এমন একজন বন্ধু বা আপনজনের প্রত্যাশা করছি- যিনি আমার দুঃখ-কষ্টের সাথী হবেন, আমাকে উপদেশ দিবেন, নির্দেশ দিবেন বা শত দুঃখ-কষ্টেও আমাকে ত্যাগ করবেন না। যদি আমার মতো কেউ নিঃসঙ্গ বা একা থাকেন, যার কোনো সঙ্গী-সাথী নেই, যার কোনো বন্ধু নেই বা যিনি মনে মনে আমার মতো সাথী খুঁজছেন, তিনি আমাকে কোনো সংকোচ না করে লিখতে পারেন হৃদয় জানালায়।

মোঃ জাহাঙ্গীর হোসাইন